ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদযাপিত হলো ইউএস কনস্টিটিউশন ডে

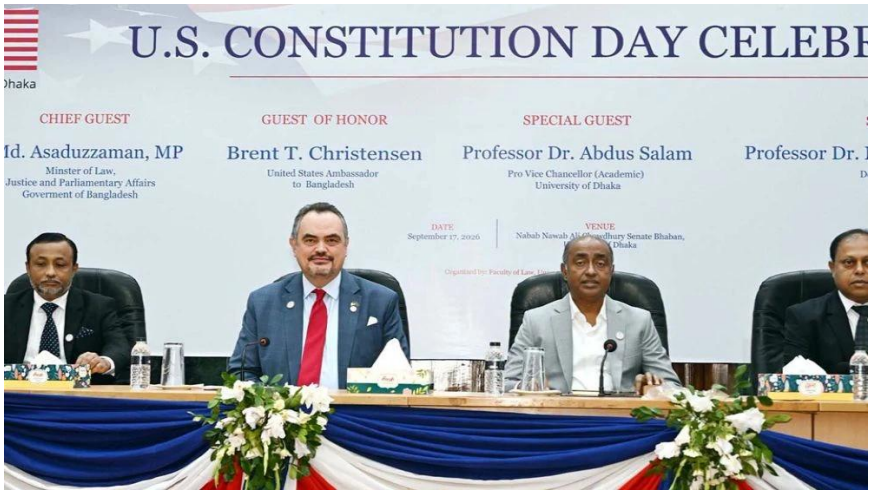

ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ ও ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে 'ইউএস কনস্টিটিউশন ডে' উদযাপন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিসটেনসন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে এর বিভিন্ন সাংবিধানিক নীতি ও ধারণা বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাংবিধানিক কাঠামো ও আইনি ব্যবস্থায়ও প্রভাব ফেলেছে।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বিভিন্ন দিক নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে বলেও জানান আইনমন্ত্রী। বিশেষ করে বিচারিক পর্যালোচনা, ক্ষমতার পৃথকীকরণ, মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ওপর সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণের মতো বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি। এ ধরনের আলোচনা শিক্ষার্থী, আইনজীবী, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের সাংবিধানিক ধারণা আরও গভীর করতে সহায়ক হবে বলেও জানান তিনি।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিসটেনসন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সূচনা হয়েছে 'উই দ্য পিপল'—এই সরল অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য দিয়ে। ১৭৮৭ সালের গ্রীষ্মে ফিলাডেলফিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের জন্য প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়েছিলেন।

তিনি বলেন, বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য ও বিতর্ক থাকলেও প্রতিনিধিরা এমন একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা হয়। এর মাধ্যমে কোনো একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল।